দৈনিক জনকণ্ঠ
ঢাকা : শুক্রবার ৯ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

ব্র্যাক : উন্নয়নের একটি উপাখ্যান

ফোরকান আহমদ

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কল্যাণে ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক। পাক বাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর, রাজাকার, শান্তি বাহিনীর সদস্যরা এদেশের মুক্তিকামী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাত করার জন্য তাদের ঘরবাড়ি বিষয় সম্পত্তি ধূলায় মিশিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণও কেড়ে নিয়েছে। জীবনের ভয়ে প্রায় ২ কোটি মানুষ প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। নরপশুরা একাত্তরে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, ঘরবাড়ি লুট করেছে, সোনাদানা টাকা পয়সা জোর করে কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব মানুষকে আরও নিঃস্ব করেছে। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে শরণার্থী দেশে ফিরে ধ্বংসযজ্ঞে নিজের বাড়িঘর বসতভিটা অনেকেরই চিনতে কষ্ট হয়েছে। নিরন্ন নিঃসহায় কপর্দকহীন মানুষকে সহায়তা করার লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী সহায়তারও প্রয়োজন দেখা দেয়। দেশের এই ক্রান্তিকালে একদল তরুণ উদ্যোমী, কর্মনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত বন্ধুদের নিয়ে ফজলে হাসান আবেদন প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ রিহেবিলিটেশন এ্যাসিসট্যান্স কমিটি ব্র্যাক। প্রথম পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রখ্যাত কবি ও নারী নেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল। ঐ পরিচালনা পরিষদের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয় ফজলে হাসান আবেদকে।

সুনামগঞ্জের সাল্লা ও দিরাই থানায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬৫%) অতি দরিদ্র জেলে পল্লীতে ব্র্যাকের প্রথম যাত্রা। এখানকার দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান, চিকিৎসা এবং গৃহ নির্মাণের মধ্যদিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন হাত দেয়। দরিদ্র ও খেটেখাওয়া মানুষের কল্যাণের জন্য ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য চাষ, সব্জি চাষ শুরু করে। এরপর চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী হাতে নেয়।

ডায়রিয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য স্বল্প খরচে খাবার স্যালাইন তৈরি ও ব্যবহার করতে গণমানুষকে উদ্বুদ্ধ করায় ব্র্যাক পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। নারীর উন্নয়নে ও তাদের আয় বর্ধনের জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং, গাভী পালন, নকশী কাঁথা সেলাই, বাড়ির আঙ্গিনায় সব্জি চাষ, মুরগি পালন, ভুট্টা চাষ, রেশম চাষ, কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সহায়তায় ব্র্যাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্র্যাক ঋণ দিয়ে থাকে।

ভূমিহীনদের সরকারী খাস জমি বরাদ্দ দেয়া, হাওর এলাকায় জমি বন্দোবস্ত দেয়া, নারী অধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে ব্র্যাক বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে ও করছে। তাছাড়া দেশ থেকে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করার জন্য ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষা এবং কর্মমুখী ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে গৃহীত পদক্ষেপ প্রশংসার্হ। সৃজনশীল বইপত্র দেশের শিশু-কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পাঠাগার উন্নয়নে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

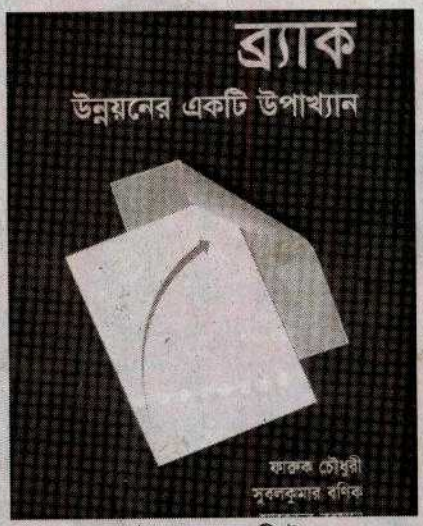

ব্র্যাক : উন্নয়নের একটি উপাখ্যান
ফারুক চৌধুরী, সুবলকুমার বণিক, সাজেদুর রহমান
প্রকাশক : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৯
পৃষ্ঠা : ২৮৮
মূল্য : ৩৭০ টাকা

একজন দূরদর্শী ও উন্নয়নকামী মানুষ কতটা আন্তরিক হলে বিন্দু থেকে একটি প্রতিষ্ঠানকে উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারেন তা এ বইটিতে পাওয়া যাবে। ব্র্যাক ও ফজলে হাসান আবেদ একে অপরের পরিপূরক। একদল তরুণ সহকর্মীকে নিয়ে প্রতিপদে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার দৃষ্টান্ত বইয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। উদ্যম থাকলে সফলতা আসবেই। যাঁরা জীবনে সফল হতে চান, মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চান, চলার পথে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে চান, সমাজ সেবায় যারা আত্মনিয়োগ করতে চান, সবার সঙ্গে মিলেমিশে কল্যাণকামী একটি সংগঠন দাঁড় করাতে চান সর্বোপরি দরিদ্র, অশিক্ষিত, চিকিৎসাবঞ্চিত অসহায় মানুষের উন্নয়নে যাঁরা কাজ করতে চান তাঁদের জন্য এ বইটি যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। বইটির ভাষা সহজ সরল। অফসেট কাগজে সুন্দর ছাপা, মার্জিত প্রচ্ছদ, একটি রুচিশীল প্রকাশনা। অনেক তথ্য সমৃদ্ধ এ বইটি পড়তে যে কারও ভাল লাগবে। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফকরুদ্দীন আহমদ বইটির ভূমিকা লিখে এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।